গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০১.১৮- ৫৮৭

তারিখঃ ০৮ কার্তিক ১৪২৫
২৩ অক্টোবর ২০১৮

বিষয়ঃ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ১৮ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব-স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নিকস ফন্টে হার্ড ও সফট কপি) ও ই-মেইল (dstraco@rthd.gov.bd) ঠিকানায় আগামী ০৪/১১/২০১৮ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

২৩/১০/২০১৮
(তসলিমা কানিজ নাহিদা)
উপসচিব
☎৯৫৭৫৫২৮
E-mail : dstraco@rthd.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৩. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. যুগ্মসচিব (সকল)/যুগ্মপ্রধান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৭. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, মেকানিক্যাল/টেকনিক্যাল সার্ভিস/পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, সওজ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
৮. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা/চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/ময়মনসিংহ জোন
৯. উপসচিব/উপপ্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১২. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা ঢাকা/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন, সওজ অধিদপ্তর
১৩. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৪. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৫. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৬. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি ইউনিট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধ সহ)
১৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সকল সড়ক বিভাগ, সওজ অধিদপ্তর
১৮. সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৯. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট/সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২০. সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২১. সিনিয়র প্রোগ্রামার/প্রোগ্রামার/সহকারী প্রোগ্রামার, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২২. সহকারী মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২৩. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

D:\Coordination Metting\Forwading.doc

www.rthd.gov.bd || date: 2018-10-24

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

সেপ্টেম্বর ২০১৮ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ১৮ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
সময় : সকাল: ১০.০০ মিনিট
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-"ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>১.</td><td>বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা
১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায় নি।</td><td>১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হল।</td><td>উপসচিব (সমঃ ও প্রশিঃ)</td></tr>
<tr><td>২.</td><td>অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার সেপ্টেম্বর'১৮ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি
<table>
<tr><th rowspan="2">অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">আগস্ট' ১৮ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">সেপ্টম্বর'১৮ মাস পর্যন্ত আগত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট</th><th colspan="3">নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মন্তব্য</th></tr>
<tr><th>দন্ড</th><th>অব্যাহতি</th><th>মোট</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td></td></tr>
<tr><td>সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০১</td><td></td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>১৭</td><td>০০</td><td>১৭</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০১</td><td>১৬</td><td></td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>৪২</td><td>০১</td><td>৪৩</td><td>০৫</td><td>০১</td><td>০৬</td><td>৩৭</td><td></td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৬০</td><td>০১</td><td>৬১</td><td>০৬</td><td>০১</td><td>০৭</td><td>৫৪</td><td></td></tr>
</table>
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে চলমান কোনো বিভাগীয় মামলা নেই।</td><td>(ক) সওজ অধিদপ্তরের চলমান বিভাগীয় মামলার তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

(খ) বিআরটিএ'র চলমান ১৬টি মামলার সর্বশেষ অবস্থা এবং তন্মধ্যে তদন্তনাধীন ৬টি মামলা কতদিন পর্যন্ত তদন্ত পর্যায়ে রয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

(গ) বিআরটিসিতে অনিষ্পন্ন ৩৭টি মামলা কেস টু কেস Verify করতে হবে এবং বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার অংশগ্রহণে চেয়ারম্যান, বিআরটিসি একটি সভা করবেন।</td><td>অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা)/ সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তাগণ</td></tr>
</table>

www.rthd.gov.bd // date: 2018-10-24

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

৩. **আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা**

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার সেপ্টেম্বর ২০১৮ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:

অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম	গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	বিবেচ্যমাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	মামলার ফলাফল		মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা
					সংস্থার পক্ষে	বিপক্ষে	
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	সেপ্টেম্বর ২০১৮ মাসে আদালত হতে প্রাপ্ত ২৯টি মামলার আদেশ/নির্দেশনা/রায় বাস্তবায়নের নিমিত্ত এ বিভাগ থেকে প্রক্রিয়া করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০৪টি দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে। ২৯টি মামলার মধ্যে সওজ এ ২৪টি, বিআরটিএ-তে ০৫টি মামলা প্রেরণ করা হয়েছে।						
সওজ	৩১৯৮	১৬	৩২১৪	০৬	০৪	০২	৩২০৮
বিআরটিএ	২৪২	০২	২৪৪	০৫	০৫	০০	২৩৯
বিআরটিসি	৮৭	০০	৮৭	০১	০১	০০	৮৬
ডিটিসিএ	০১	০০	০১	০০	০০	০০	০১
মোট	৩৫২৮	১৮	৩৫৪৬	১২	১০	০২	৩৫৩৪

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
(ক) যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা) সভায় জানান যে, আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিয়ে প্যানেল আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।	(ক) মহামান্য হাইকোর্টে চলমান গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিষয়ে নিয়োজিত আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে নিষ্পত্তি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আইন) অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (আইন সংস্থা)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল সওজ এর সংশ্লিষ্ট কর্মক
(খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, জানান, পেন্ডিং মামলার কারণ, মামলার ধরণ ও মামলার সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ ও নিষ্পত্তির বিষয়ে সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে এজেন্ডাটি বাস্তবায়িত হিসেবে গণ্য করে আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দেয়া যেতে পারে মর্মে সভায় আলোচনা হয়।	(খ) এজেন্ডাটি বাস্তবায়িত হিসেবে গণ্য করে আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	
(গ) আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত সওজ অধিদপ্তরের ৪৮টি কনটেম্পট মামলা ছিল। বিবেচ্যমাসে ০৪টি মামলা রুজু হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৫২টি। বর্তমানে ৫২টি কনটেম্পট মামলার কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। কনটেম্পট মামলার বিষয়ে বিশেষ নজর এবং সর্তকর্তার সাথে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভাপতি যুগসচিব (আইন ও সংস্থা)-কে পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া, প্যানেল আইনজীবীদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে আদালতে সঠিক এবং বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সরবরাহ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করেন।	(গ) কনটেম্পট মামলাগুলোর কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরে রেখে নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আইন) অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (আইন সংস্থা)
(ঘ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান মামলা ৩০টি। তন্মধ্যে ১ম শ্রেণির ১৪টি (সওজ-১০টি, বিআরটিএ-০৪টি) এবং ২য় ও ৩য় শ্রেণির ১৬টি (সওজ -১১, বিআরটিএ -০৫টি) মামলা রয়েছে।	(ঘ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান ৩০টি মামলার জবাব সঠিকভাবে দাখিল করতে হবে।	
খ. বিআরটিএ : আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত বিআরটিএ'র মোট ২৪২টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। সেপ্টেম্বর ২০১৮ মাসে ০২টি মামলা রুজু এবং ৫টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিস্পন্ন মোট মামলার সংখ্যা ২৩৯টি।	মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিবরণ আগামী সভাকে জানাতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
গ. বিআরটিসি : আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত বিজ্ঞ আদালতে বিআরটিসি'র মোট ৮৭টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। সেপ্টেম্বর ২০১৮ মাসে ০১টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিস্পন্ন মোট মামলার সংখ্যা ৮৬টি।	(ক) মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিবরণ আগামী সভাকে জানাতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
ঘ. ডিটিসিএ : নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান যে, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ এর মামলাসমূহ পরিচালনার নিমিত্ত রাষ্ট্রপক্ষের আইন কর্মকর্তার পাশাপাশি ০১ (এক) জন বেসরকারি আইনজীবি নিয়োগের বিষয়ে অর্থ বিভাগ এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি পাওয়া গিয়েছে। Public Procurement Act-2006, Public Procurement Rules-2008 এবং Delegation of Financial Power, 2015 অনুসরণপূর্বক দ্রুত সময়ের মধ্যে ডিটিসিএ'র জন্য ০১ (এক) জন বেসরকারি আইনজীবী নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।	প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের কার্যক্রম বিধিমোতাবেক দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	নির্বাহী পরিচাল ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচি (আইন)/ উপসচি (ডিটিসিএ ও ডিএমটিসি)

www.rthd.gov.bd 2018-10-24

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

৪. **অডিট আপত্তির বিবরণী:**

বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিস্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৮	০৫	০২	০১	-	০৮	-	০৮
সওজ অধিদপ্তর	৭,৪৬৯	১,১০০	৫,৭৫৯	৬১০	২০ (অঃ)	৭,৪৮৯	০৩ (সাঃ) ০২ (অঃ)	৭,৪৮৪
ডিটিসিএ	১৮	০৮	০৯	০১	-	১৮	-	১৮
বিআরটিসি	৩,৭২৭	২,৫০০	১,১৩৬	৯১	-	৩,৭২৭	১৫ (অঃ)	৩,৭১২
বিআরটিএ	২৫৮	৪৩	২১৫	-	-	২৫৮	-	২৫৮
ডিএমটিসিএল	০৭	০৬	০১	-	০৪ (সাঃ) ১০ (অঃ)	২১	০২ (সাঃ)	১৯
মোট	১১,৪৮৭	৩,৬৬২	৭,১২২	৭০৩	৩৪	১১,৫২১	২২	১১,৪৯৯

উপসচিব (অডিট) জানান যে, আগস্ট ২০১৮ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ১১,৪৮৭। সেপ্টেম্বর ২০১৮ মাসে ৩৪টি অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত এবং ২২টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১১,৪৯৯টি।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
(ক) যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট) জানান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অগ্রিম ৩টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডশিট জবাব ইতোমধ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। মন্ত্রণালয়সহ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ত্বরান্বিতকরণ এবং অডিট আপত্তির সংখ্যা গড় মিল সংশোধনের লক্ষ্যে একটি ব্রীফ প্রস্তুত করে Comptroller and Auditor General (C&AG) এর সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভাপতি যুগ্মসিচব (বাজেট ও অডিট)-কে পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) ১. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অগ্রিম ৩টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) ২. অডিট আপত্তির সংখ্যা গড় মিল সংশোধনের লক্ষ্যে একটি ব্রীফ প্রস্তুত করে C&AG এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য যুগ্মসিচব (বাজেট ও অডিট) উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।	অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট) যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
(খ) ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের নিমিত্ত বিআরটিএ হতে সংশ্লিষ্ট সার্কেল অফিস প্রধানের স্বাক্ষর সংবলিত কার্যপত্র দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। অডিট আপত্তির বিষয়ে চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, অডিট আপত্তির সংখ্যা যাচাই- বাছাই এর জন্য ২ জন প্রতিনিধি প্রেরণপূর্বক পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(গ) (১) বিআরটিএ হতে ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্র ৩০/১০/২০১৮ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। (খ) (২) পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে বিআরটিসি'র অডিট আপত্তির সঠিক সংখ্যা নির্ধারণের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটি/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) চেয়ারম্যান, (বিআরটিএ/ বিআরটিসি) অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
(গ) অবসর গ্রহণের পূর্বেই কর্মকর্তাদের অডিট আপত্তির সংখ্যা মন্ত্রণালয়/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিগত মাসে জনাব মাঈন উদ্দিন, প্রাক্তন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এর অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে লক্ষ্মীপুরে ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া জনাব জাফর উল্লাহ, প্রাক্তন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর খসড়া আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এ মাসে একটি ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করা হবে।	(গ) অবসর গ্রহণের পূর্বেই কর্মকর্তাদের অডিট আপত্তির সংখ্যা মন্ত্রণালয়/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করার বিষয়টি অব্যাহত থাকবে এবং ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের মাধ্যমে নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী,সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)

৫. **পেনশন কেইস:**

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	বিগত মাস হতে আগত	বিবেচ্যমাসে আগত	মোট	বিবেচ্যমাসে নিস্পত্তি	অবশিষ্ট অনিস্পন্ন	মন্তব্য
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৪	-	০৪	-	০৪	দীর্ঘ পেন্ডিং
সওজ অধিদপ্তর	২৪	-	২৪	০৩	২১	
বিআরটিসি	১৩১	১০	১৪১	-	১৪১	গ্র্যাচুইটি
বিআরটিএ	-	-	-	-	-	
ডিটিসিএ	-	-	-	-	-	
মোট	**১৫৯**	১০	**১৬৯**	০৩	**১৬৬**	

www.rthd.gov.bd // date: 2018-10-24

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ক.সওজ: উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, সওজ অধিদপ্তরের দীর্ঘ পেন্ডিং ৪টি পেনশন কেইসের মধ্যে অডিট আপত্তির কারণে অনিষ্পন্ন ৩টি পেনশন কেইস পিএ কমিটিতে উত্থাপনের লক্ষ্যে অডিট শাখা হতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	৩টি পেনশন কেইস পিএ কমিটিতে উত্থাপনের লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) যুগ্মসচিব (আইন সংস্থা)/পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ
	খ. বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে। বিবেচ্যমাসে ৪,৬০,০০০.০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।	প্রতিমাসে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
৬.	**<u>আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:</u>** **ক. সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮** **যুগ্মসচিব (অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সংযোগ অধিশাখা) জানান, সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ সংক্রান্ত** বিলটি ১৯/০৯/২০১৮ তারিখে মহান জাতীয় সংসদে পাস হয়। ০৮/১০/২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ায় আগামী সভা হতে এজেন্ডাটি বাদ দেয়া যেতে পারে মর্মে সভায় আলোচনা হয়।	খসড়া সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ প্রণয়ন চূড়ান্ত হওয়ায় আগামী সভায় হতে এজেন্ডাটি বাদ দিতে হবে।	উপসচিব (সমঃ প্রশিঃ)
	খ. বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৮ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি অধিশাখা) জানান, প্রয়োজনীয় সংশোধনসমূহ হালনাগাদক্রমে **'বাংলাদেশ সড়ক পরিবনহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৮'** নামে একটি আইন প্রণয়ন করে খসড়া সার-সংক্ষেপ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	ঘ. রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়ন: মার্চ ২০১৮ মাসে রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৮ গেজেট হওয়ায় পরও দীর্ঘ ৭মাসেও বিআরটিএ এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি না হওয়ায় সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা বাস্তবায়নে বিআরটিএ'র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়া উচিৎ। রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানকে কেন নীতিমালার আওতায় আনা যাচ্ছে না বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখা প্রয়োজন। সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নীতিমালার আওতায় আসতে না চাইলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এছাড়া, নীতিমালায় কোনো জটিলতা থাকলে তা সংশোধন/পরিবর্তনের জন্য বিআরটিএ হতে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের করতে পারে মর্মে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন। সভাপতি বিষয়টি অক্টোবর ২০১৮ মাসের মধ্যে সমাধানে পৌছানোর জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(১) সংশ্লিষ্ট কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানকে নীতিমালার আওতায় আনতে হবে। (৩) নীতিমালায় কোনো পরিবর্তন/সংশোধনের প্রয়োজন হলে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (৪) অক্টোবর ২০১৮ মাসের মধ্যে এ বিষয়ে সমাধানে পৌছাতে হবে।	চেয়ারম্যান বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ)/ সংস্থাপন অধিশাখা
	গ. ফেরি ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৮: অতিরিক্ত সচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর) জানান, ইজারাদার কর্তৃক ফেরি সার্ভিসিং এর বিষয়টি ইজারাচুক্তিতে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব/অতিরিক্ত সচিব (নন-গেজেটে সংস্থাপন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
৭.	**<u>বৃক্ষরোপন :</u>** প্রধান বৃক্ষপালনবিদ সভায় জানান যে, (ক) ঠিকাদার কর্তৃক ৬৫ টি সড়ক বিভাগে ২ কিলোমিটার করে রোপিত গাছের পরিচর্যা চলমান আছে। মৃত গাছের স্থলে চলমান বর্ষা মৌসুমে নতুন গাছ রোপণ চলছে। প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, মেগা প্রকল্প বাদে অন্যান্য সকল প্রকল্পের আওতায় মহাসড়কের পাশে বৃক্ষরোপন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচর্যার বিষয়টি বৃক্ষপালনবিদের একক প্রচেষ্টায় করা সম্ভব নয়। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ ও প্রধান বৃক্ষপালনবিদের সমন্বয়ে করা সমীচীন হবে।	(ক) (১) ৬৫টি সড়ক বিভাগে ২ কিলোমিটার করে রোপিত গাছের নিয়মিত পরিচর্যা অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) মৃত গাছের স্থলে চলমান বর্ষা মৌসুমে নতুন গাছ রোপনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ উপসচিব (জিএফডিপি)/ মনিটরিং টীম (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)

www.rhd.gov.bd/ Date: 2018-10-24

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(খ) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান, সওজ অধিদপ্তরের আওতায় রোপিত গাছের পরিদর্শন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পরিদর্শন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা অব্যাহত এবং পরিদর্শনের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে প্রধান বৃক্ষপালনবিদকে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) (৩) মেগা প্রকল্প বাদে অন্যান্য সকল প্রকল্পের আওতায় মহাসড়কের পাশে বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ ও প্রধান বৃক্ষপালনবিদের সমন্বয়ে বাস্তবায়ন করবেন। (খ) পরিদর্শনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ উপসচিব (জিএফডিপি)/ মনিটরিং টীম (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(গ) অতিরিক্ত সচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর) জানান, মহাসড়কের পাশে বৃক্ষরোপন না করা এবং ধরণ পরিবর্তন বিষয়ে সওজ অধিদপ্তর হতে পাওয়া গাইড লাইন সচিব মহোদয়ের উপস্থিতে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ বিষয়ে নীতিমালা আকারে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সওজ অধিদপ্তরকে বলা হয়েছে।	(গ) মহাসড়কের পাশে বৃক্ষরোপন না করা এবং ধরণ পরিবর্তনের বিষয়ে সওজ হতে নীতিমালা আকারে প্রস্তাব পাওয়ার পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	
	(ঘ) উপসচিব (তদন্ত ও শৃংখলা) জানান, তদন্ত পর্যালোচনায় দেখা যায় রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে রোপিত গাছ কর্তনের বিষয়ে জড়িত জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন মোল্লা, নির্বাহী বৃক্ষপালনবিদ, অপারেশেন ডিভিশন (পূর্বাঞ্চল) নিলাম দরপত্রের শর্তাবলী ভঙ্গ করে নিলাম কার্যক্রম পরিচালনাপূর্বক অবৈধভাবে গাছ কর্তনে সহযোগিতা করেছেন। উক্ত কর্মকর্তা বরাবর মন্ত্রণালয় হতে ২৭/০৯/২০১৮ তারিখে কারণ দর্শনোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়েছে। নোটিশের কপি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা পেয়েছেন কিনা বিষয়টি নিশ্চিত করা এবং যথাসময়ে নোটিশের জবাব না পাওয়া গেলে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ঘ) ১. জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন মোল্লা; নির্বাহী বৃক্ষপালনবিদ কারণ দর্শানোর নোটিশের কপি পেয়েছেন কিনা নিশ্চিত করতে হবে। (ঘ) ২. যথা সময়ে নোটিশের জবাব না পাওয়া গেলে তজ্জন্য পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
	(ঙ) (১) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান, ৩০/০৯/২০১৮ তারিখে সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ করে জানা যায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে মৃত গাছের স্থলে ১৩,০০০ টি চারা পুন:রোপণ করা হয়েছে। এছাড়া, ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়কের বিভিন্ন কিলোমিটারে খুলে যাওয়া স্লাবের কাজের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও সড়ক বিভাগ এর নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে যোগাযোগ করলে তারা জানান উক্ত সড়কে দ্রুত সময়ের মধ্যে স্লাব পুন:স্থাপনের কাজ সমাপ্ত হবে।	(ঙ) (১) ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যার বিষয়ে সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (ঙ) (২) উক্ত মহাসড়কের বিভিন্ন কিলোমিটারে খুলে যাওয়া স্লাব লাগানোর জন্য ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ জোন/প্রধান বৃক্ষপালনবিদ
৮.	**পরিদর্শন বাংলোর যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে নীতিমালা ও ডাটাবেইজ হালনাগাদকরণ:** সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সওজ অধিদপ্তরের পরিদর্শন বাংলো/অফিস কাম পরিদর্শন বাংলো ব্যবহারের লক্ষ্যে কক্ষ বরাদ্দ সংক্রান্ত অনুসরণীয় নীতিমালা ও ভাড়ার হার নির্ধারণে সম্মতি প্রদানের জন্য অর্থ বিভাগ হতে চাহিত তথ্যাদি ১৭/০৯/২০১৮ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত আছে খুব শিঘ্রই এ বিষয়ে সম্মতি পত্র পাওয়া যাবে।	অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে সম্মতিপত্র দ্রুত সংগ্রহ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
৯.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে, (ক) মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুসরণে এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অবৈধভাবে স্থাপিত স্থাপনা দ্রুত অপসারণের নিমিত্ত মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়কে ইতোমধ্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অবৈধ স্থাপনা অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	(ক) মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুসরণ এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট/আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(খ) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং জেলা পরিষদের মধ্যে মহাসড়ক ও মহাসড়ক পার্শ্বস্থ ভূমিতে অবস্থিত গাছপালার মালিকানা নিয়ে সৃষ্ট দ্বন্দ ও বিবাদ (Dispute) নিরসণের ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সদস্য এর সভাপতিত্বে ০৯/০৯/২০১৮ তারিখ সড়কের শ্রেণিবিন্যাস, মালিকানা, দায়দায়িত্ব নির্ধারণ ও সড়ক সংক্রান্ত মতপার্থক্য নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গঠিত স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: (i) সরকার কর্তৃক প্রণীত মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ এর ধারা-২ এ বর্ণিত সংজ্ঞা ও একই আইনের "৩ক" ধারার আলোকে ইতঃমধ্যে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে সকল সড়কের মালিকানা নির্ধারণ করা হয়েছে সে সকল সড়কের উপর বা সড়কের পাশের ভূমির গাছের মালিকানা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ওপর ন্যস্ত হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	(খ) ভৌত অবকাঠামো বিভাগের স্ট্যান্ডিং কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	

www.rthd.gov.bd // date: 2018-10-24

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নক
	(ii) প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে যে সকল সড়কের মালিকানা নির্ধারিত হয়েছে তা পরবর্তী রেকর্ডের সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নামে রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সভার কার্যবিবরণীর আলোকে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ১৪/১০/২০১৮ তারিখে প্রধান প্রকৌশলী, সওজকে পত্র দেয়া হয়েছে। (গ) জেলা পরিষদের মাধ্যমে সওজের অনুকূলে হস্তান্তরকৃত যে সব জায়গা এখনও সওজের নামে রেকর্ড করা হয়নি যে সব জায়গা চিহ্নিত করা এবং সওজের অনুকূলে হস্তান্তরের গেজেট সংগ্রহপূর্বক রেকর্ড সংশোধনীর মামলা করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	(গ) জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তির রেকর্ড সংগ্রহপূর্বক সওজের নামে রেকর্ডভুক্ত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশ অতিরিক্ত স (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও অ কর্মকর্তা (স
	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান- (ক) ১৩/০৯/২০১৮ তারিখ সওজ অধিদপ্তরের নিজস্ব ৩৪.৪৪ শতাংশ ভূমিতে গড়ে ওঠা ০৫টি অবৈধ স্থাপনা এবং অবৈধভাবে পার্কিং করা ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে উচ্ছেদ করা হয়। উক্ত দখলমুক্ত ভূমি ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এমআরটি লাইন-৬) এর কাজে সাময়িক ব্যবহারের জন্য সরেজমিনে প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। (খ) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, কল্যাণপুর সড়ক উপ-বিভাগীয় কার্যালয়ের জায়গায় অবৈধভাবে গড়ে উঠা স্থাপনা/অবকাঠামো উচ্ছেদ/অপসারণ করার জন্য ১৩/০৮/২০১৮ তারিখ নির্ধারিত থাকলেও ডিএমপি থেকে পুলিশ ফোর্স মোতায়েন না করার কারণে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, এস্টেট কর্মকর্তা জনাব কামরুল ইসলাম তাং, যুগ্মসচিব এর পদোন্নতিজনিত কারণে প্রধান কার্যালয়ের এস্টেট কর্মকর্তার পদটি খালি হয়েছে। উক্ত পদে দ্রুত একজন এস্টেট কর্মকর্তা পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) উচ্ছেদ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) প্রধান কার্যালয়ের জন্য এস্টেট কর্মকর্তা পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশ সম্পত্তি ও অ কর্মকর্তা, প্র কার্যালয় অতিরিক্ত স (এস্টেট)
	ঢাকা জোন: (ক) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, (১) ০৮/০৯/২০১৮ তারিখ কাশিনাথপুর-পাবনা-দাশুড়িয়া-নাটোর-রাজশাহী জাতীয় মহাসড়কের ৯৮তম কিলোমিটারে দত্তপাড়ায় সড়কের উভয় পার্শ্বে সওজ অধিদপ্তরের ভূমি হতে ৭৫টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এতে প্রায় ১.০০ একর ভূমি উদ্ধার করা হয়। যার বর্তমান বাজার মূল্য ৫০ লক্ষ টাকা। (২) ০৯/০৯/২০১৮ তারিখ কাশিনাথপুর-পাবনা-দাশুড়িয়া-নাটোর-রাজশাহী জাতীয় মহাসড়কের ৮৪তম কিলোমিটারে বনপাড়া বাজার এলাকায় সড়কের উভয় পার্শ্বে সওজ অধিদপ্তরের ভূমি হতে ১৫০টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এতে প্রায় ১.৯৫ একর ভূমি উদ্ধার করা হয়। যার বর্তমান বাজার মূল্য ৭৫ লক্ষ টাকা। (৩) ১০/০৯/২০১৮ তারিখ হরিশপুর বাইপাস মোড় হতে বনবেলঘরিয়া মোড় পর্যন্ত নাটোর শহরের প্রধান সড়কের উভয় পার্শ্বে সওজ অধিদপ্তরের ভূমি হতে ১৯০টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এতে প্রায় ২.৮৫ একর ভূমি উদ্ধার করা হয়। যার বর্তমান বাজার মূল্য ২ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা। (৩) ৩০/০৯/২০১৮ তারিখ ওয়েষ্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (রংপুর অংশ) এর আওতাধীন পঞ্চগড় জেলা বোদা উপজেলাধীন পঞ্চরাজ সেতুর সংযোগ সড়কের সওজ অধিদপ্তরের ভূমি হতে ২৫০টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এতে প্রায় ০.৭০ একর ভূমি উদ্ধার করা হয়। যার বর্তমান বাজার মূল্য ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা।	উচ্ছেদ কার্যক্রমের এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশ সওজ /সম্পত্তি আইন কর্মক ঢাকা জোন
	খুলনা জোন: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা জানান, খুলনা ও বরিশাল জোনের কয়েকটি সড়ক বিভাগ ইতোমধ্যে পরিদর্শন করা হয়েছে। নির্বাহী প্রকৌশলীগণের কাছ থেকে চাহিদাপত্র পাওয়া গেলে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হবে। মহাসড়ক বর্ধিত করার ক্ষেত্রে অথবা যান চলাচল ও জনসাধারণের সমস্যার সৃষ্টি করে এমন অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সভাপতি সকল এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	উচ্ছেদ অভিযান কার্যক্রম শুরু করতে হবে এবং মহাসড়ক বর্ধিত করার ক্ষেত্রে অথবা যান চলাচল ও জনসাধারণের সমস্যার সৃষ্টি করে এমন অবৈধ স্থাপনা অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশ অতিরিক্ত স (এস্টেট)/যুগ্মস (সম্পত্তি)/এ ও আইন কর্ম (সকল)
	চট্টগ্রাম জোন: চট্টগ্রামে জোনের আওতায় সওজ অধিদপ্তরের জায়াগায় গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনা অপসারণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	অবৈধ উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশ অতিরিক্ত স (এস্টেট)/সম্প ও আইন কর্ম চট্টগ্রাম
	বিআরটিএ মোবাইলকোর্ট পরিচালনা: (১) (ক) চেয়ারম্যান (বিআরটিএ) জানান, বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে। সেপ্টেম্বর ২০১৮ মাসে বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক ৪৮৩২টি মামলার মাধ্যমে ৯৬,৪৫,৯৭০ (ছিয়ানব্বই লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার নয়শ সত্তর) টাকা জরিমানা আদায়সহ ৪৬ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।	(১) (ক) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতিমাসের ০৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান বিআরটিএ অতিরিক্ত স (এস্টেট) যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন)

www.rthd.gov.bd/ Date: 2018-10-24

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	সহকারী সচিব (বিআরটিএ) জানান- (১) (খ) ম্যাজিস্ট্রেসী ক্ষমতা দ্রুত প্রদানের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে ০২/০৭/২০১৮ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। ইতোমধ্যে ৮ জন কর্মকর্তাকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। (২) অতি পুরাতন/জরাজীর্ণ/ফিটনেসবিহীন গাড়ী/ট্রাক চলাচল নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণের নিমিত্ত বুয়েটেসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা/মতবিনিময় করে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়ণপূর্বক এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য ২৭/০৬/২০১৮ তারিখে বিআরটিএতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জবাব প্রাপ্তির পর উপস্থাপন করা হবে।	(১) (খ) অবশিষ্ট কর্মকর্তাদের ম্যাজিস্ট্রেসী ক্ষমতা দ্রুত প্রদানের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (২) অতি পুরাতন/জরাজীর্ণ/ ফিটনেস বিহীন গাড়ী/ট্রাক চলাচলের বিষয়ে বুয়েটসহ এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সভা করে মতামত এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন)
১০.	**অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ:** এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন কর্তৃক উচ্ছেদ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মহাসড়কের পার্শ্বে সওজ অধিদপ্তরের বিভিন্ন জায়গা হতে ৫৪টি বিলবোর্ড ও সাইনবোর্ড উচ্ছেদ করা হয়েছে। ফুট ওভারব্রীজ, সেতু ও মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/ বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরত্বারোপ করা হয়।	সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ হতে চাহিদাপত্র সংগ্রহপূর্বক এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণ অবৈধ বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখবেন।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
১১.	**সওজ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও গবেষণাগার এর নতুন জনবল কাঠামো তৈরি করা :** উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, সওজ অধিদপ্তরের সড়ক গবেষণাগার ও সওজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সমন্বয়ে একটি উইং সৃজনের বিষয়টি একীভূত করে সওজ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসকরণের বিষয়ে ০৫/০৬/২০১৮, ১২/০৭/২০১৮ ও ২৫/০৯/২০১৮ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য ০৭/১০/২০১৮ তারিখ প্রধান প্রকৌশলীকে অনুরোধ করা হয়েছে। সভাপতি অবহিত করেন সওজ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসকরণের জন্য ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের পক্ষ হতে একটি প্রস্তাব সচিব বরাবর দাখিল করা হয়েছে। উক্ত প্রস্তাবটি পর্যালোচনাপূর্বক সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসকরণের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের প্রস্তাবটি পর্যালোচনা করে সওজ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসকরণের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)
১২.	**সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং ফেরি ও গাড়ী ব্যবস্থাপনা:** অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) জানান, (ক) সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন সড়ক ও যান্ত্রিক বিভাগে অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকা মেরামত অযোগ্য যন্ত্রপাতির একটি তালিকা প্রস্তুত করে বিক্রির উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সকল জোন প্রধানদের পত্রের মাধমে অনুরোধ করা হয়েছে। বিভিন্ন সড়ক বিভাগ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মেরামত অযোগ্য পরিদর্শন যানের সংখ্যা ৬০টি। এর মধ্যে ৫০টির সার্ভে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১০টির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। মেরামত অযোগ্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সংখ্যা ৩১৫টির মধ্যে ২৭৫টির সার্ভে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে অবশিষ্ট ৪০টির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। (খ) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অকোজো গাড়ীর সার্ভে রিপোর্ট ও নিলাম সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ: মেরামত অযোগ্য গাড়ীর সংখ্যা | মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন | নিলাম সংক্রান্ত: বিক্রিত | নিলাম সংক্রান্ত: বিভিন্ন পর্যায়ে বিক্রয়ের জন্য প্রক্রিয়াধীন ১৭৩ | ১৭৩ | ১০৯টি | ৬৪ বিক্রয়ের জন্য প্রক্রিয়াধীন ৬৪টি গাড়ীর মধ্যে ৫২টির নিলাম বিক্রয়ে প্রক্রিয়াধীন অবশিষ্ট ১২টি গাড়ীর দরপত্র ১৬/০৯/২০১৮ তারিখে আহবান করা হয়। দরপত্র খোলার তারিখ আগামী ১৭/১০/২০১৮। (গ) সওজ অধিদপ্তরের জন্য একটি রি-সাইক্লিং যন্ত্র কেনার জন্য টেকনিক্যাল ডিপিপি প্রস্তুত করে ২২/০৭/২০১৮ তারিখ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। রি-সাইক্লিং যন্ত্র কেনার জন্য প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত ডিপিপি'র যাচাই কমিটির সভা ১৩/০৯/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডিপিপি পুনর্গঠন করে শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। (ঘ) ৬৫টি সড়ক বিভাগের মধ্যে ১৪টি সড়ক বিভাগে শেড রয়েছে। ৪০টি সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন এবং ১১টি সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। (ঙ) উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, বগুড়া ফেরি বিভাগ বিলুপ্ত করে ফরিদপুর ফেরি বিভাগ সৃজন এবং ফেরি উপবিভাগ বগুড়া বিলুপ্ত করে রংপুর কারখানা উপবিভাগ সৃজনের বিষয়ে চাহিত তথ্যাদি ০৩/০৬/২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ২৯/০৭/২০১৮ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী পাওয়া যায়নি।	(ক) অমেরামতযোগ্য যন্ত্রপাতির তালিকা প্রস্তুত করে বিধি অনুযায়ী তা বিক্রির উদ্যোগ নিতে হবে। (খ) কনডেমনেশন কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত গাড়ী বিক্রয়ের জন্য বিধি মোতাবেক উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত থাকবে। (গ) রি-সাইক্লিং যন্ত্র ক্রয়ের পুনর্গঠিত ডিপিপি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (ঘ) যে সকল সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন তা সম্পন্ন করতে হবে এবং যে সকল সড়ক বিভাগ উদ্যোগ নেননি তাদেরকে উদ্যোগ নিতে হবে। (ঙ) সভার কার্যবিবরণীর বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)/যুগ্মপ্রধান প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)

www.rthd.gov.bd // date: 2018-10-24

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	খ. বিআরটিএ: যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা) জানান- (১) সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা) জানান, বিআরটিএ'র টিওএন্ডই-তে যানবাহন অন্তর্ভুক্তকরণের সম্মতি প্রদানের জন্য ২৫/০৪/২০১৭ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ১৮/১২/২০১৭ তারিখে কতিপয় তথ্যাদি প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানায়। বিআরটিএ হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি সুস্পষ্ট নয় বিধায় এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) এর সভাপতিত্বে ০৯/১০/২০১৮ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। (২) যুগ্মসচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর) জানান, গাড়ীর এঙ্গেল, হুক এবং বাম্পার কাঁটা খোলার বিষয়টি অব্যাহত রাখার কার্যক্রম তদারকি অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ অভিযান পরিচালনার প্রতিবেদন সমন্বয় করে প্রতি মাসে ৫ তারিখের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(১) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্য দ্রুত প্রেরণ করতে হবে। (ক) গাড়ীর এঙ্গেল, হুক এবং বাম্পার কাঁটা/খোলার বিষয়টি অব্যাহত রাখার কার্যক্রম তদারক করতে হবে। (খ) পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশেষ অভিযান পরিচালনার প্রতিবেদন সমন্বয় করে প্রতি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ) অতিরিক্তসচি (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা) চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)(ন গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর)
	৯৯৯ নম্বর সংবলিত স্টীকার গণপরিবহনে প্রদর্শন: (১) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, যাত্রীদের সুবিধার্থে বিআরটিসি'র বাসের অভ্যন্তরে দৃশ্যমান স্থানে যাত্রী হয়রানি, ভাড়া সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য হট লাইন নম্বর ৯৯৯ সংবলিত স্টীকার ইতোমধ্যে বিআরটিএ হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। উক্ত স্টীকার ও সংশ্লিষ্ট বাসের রেজিস্ট্রেশন নম্বর বিআরটিসি'র বাসের অভ্যন্তরে লাগানো হয়েছে। (২) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, যাত্রী পরিবহনে ৯৯৯ নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর সংবলিত স্টীকার লাগানো নিশ্চিত করতে গাড়ীর মালিকগণকে পত্র দেয়া হয়েছে। (৩) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, চট্টগ্রাম বিভাগে গাড়ীতে ৯৯৯ স্টীকার না লাগালে গাড়ীর রুট পারমিট ও ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান না করার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।	(১) যাত্রীপরিবহনে ৯৯৯ নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর সংবলিত স্টীকার লাগানো নিশ্চিত করতে হবে। (২) গাড়ীতে ৯৯৯ স্টীকার না লাগালে গাড়ীর রুট পারমিট ও ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান করা যাবে না। (৩) চট্টগ্রাম বিভাগে এ কার্যক্রম চালুর উদ্যোগ দ্রুত শুরু করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ বিআরটিসি)/ অতিরিক্তসচি যুগ্মসচিব (আরটিএ/ বিআরটিসি বিসংস্থাপন)
১৩.	**পদসৃজন সংক্রান্ত :** **ক. এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের পদ সৃজন :** উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাসহ সহায়ক ৩৫টি পদ সৃজনের নিমিত্ত পদভিত্তিক রাজস্বখাতে পদ সৃজনের প্রস্তাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ২৬/০৭/২০১৮ তারিখে কোয়ারী করা হয়েছে। কোয়ারীর জবাব প্রেরণের জন্য ১৬/০৮/২০১৮ তারিখে প্রধান প্রকৌশলী সওজ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে। অদ্যবধি জবাব পাওয়া যায়নি।	সওজ অধিদপ্তর হতে কোয়ারির জবাব সংগ্রহপূর্বক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/উপসচি (সওজ গেজেটে সংস্থাপন)
	খ. এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের জন্য গাড়ী ও ড্রাইভারের পদ সৃজন : উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের জীপ গাড়ী TO & E-তে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং ড্রাইভারের ৪টি পদ সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ০৯/০৮/২০১৮ তারিখে কোয়ারী করা হয়েছে। কোয়ারীর জবাব প্রেরণের জন্য ২৭/০৮/২০১৮ তারিখে প্রধান প্রকৌশলী সওজ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে। অদ্যবধি জবাব পাওয়া যায়নি।	সওজ অধিদপ্তর হতে কোয়ারির জবাব সংগ্রহপূর্বক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/উপসচি (সওজ গেজেটে সংস্থাপন)
	গ. বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের গাড়ী চালকের পদ সৃজন: যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের গাড়ী চালকের পদ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ফরমে স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা ১৪/০৩/২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হলে কতিপয় তথ্যাদি চাওয়া হয়। চাহিত তথ্যাদি প্রেরণের বিআরটিএকে পত্র প্রেরণ করা হয়। বিআরটিএ হতে তথ্যাদি না পাওয়ায় ৩০/০৭/২০১৮ তারিখে তাগিদ দেয়া হয়েছে। তথ্যাদি প্রাপ্তির পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্যাদি বিআরটিএ হতে দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
	ঘ. Competancy Test বোর্ডের জন্য কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান প্রসংগে: সহকারি সচিব (বিআরটিএ) জানান, মোটযান ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের জন্য Competancy Test বোর্ডে প্রয়োজন অনুযায়ী জেলা প্রশাসন হতে নির্দিষ্ট কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদানের বিষয়ে এবং বোর্ডে উপস্থিত কর্মকর্তা/কর্মচারিদের সম্মানি প্রদানের বিষয়ে বিআরটিএ হতে কোনো প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। প্রস্তাব প্রাপ্তির পর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হবে। Competancy Test বোর্ডে উপস্থিত কর্মকর্তাদের সম্মানির ব্যবস্থা করা হলে কর্মকর্তাগণ তাদের দায়িত্ব সঠিক ও সুন্দরভাবে পালন করবেন। এতে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের বিষয়টি দ্রুত ও নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।	(ক) জেলা প্রশাসন হতে নির্দিষ্ট কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। (খ) Competancy Test বোর্ডে উপস্থিত সদস্যদের সম্মানি প্রদানের নিমিত্ত অর্থ বিভাগে বরাদ্দ চেয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)

www.pd.rov.bd // pd@rtaa.gov.bd +8801...

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ঙ. এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের অফিস বা বসার ব্যবস্থা ও সহযোগি স্টাফ পদায়ন সংক্রান্ত: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সওজ অধিদপ্তরে প্রেষণে নিয়োজিত এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানকৃত জোনের (ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, সিলেট, রাজশাহী, রংপুর, বরিশাল ও গোপালগঞ্জ) কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত অফিস কক্ষ বরাদ্দসহ সহযোগি স্টাফ পদায়ন/দায়িত্ব প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজ-কে ৩১/০৭/২০১৮ তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী, সওজ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সকল সড়ক জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (চট্টগ্রাম জোন) জানান, অফিস কক্ষ বরাদ্দ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারিদের পদায়ন/সংযুক্তি প্রদানের জন্য অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা জোনকে পত্র দেয়া হয়েছে।	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের জন্য অফিস কক্ষ বরাদ্দসহ সহযোগি স্টাফ পদায়ন/দায়িত্ব প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
১৪.	**বিবিধ:** **ক.বিআরটিসি কর্তৃক ডিএসএল পরিশোধ:** চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ২০১১-১২ অর্থ-বছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছর পর্যন্ত সর্বমোট ৬,৫৯,০০,০০০/- (ছয় কোটি উনষাট লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। জুলাই'১৮ থেকে সেপ্টেম্বর/১৮ পর্যন্ত সর্বমোট ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ডিএসএল পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।	ডিএসএল বাবদ পাওনা ধারাবাহিকভাবে প্রতিমাসে পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	খ. Rapid Pass: (১) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) এবং চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, Rapid Pass কার্ড এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী শহরে বিআরটিসি'র বাসে Rapid Pass চালুর কার্যক্রম অব্যাহত আছে। নতুন এসি বাসে Rapid Pass চালুর ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। (২) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসিসহ অনেক গাড়ীতে Rapid Pass কার্ড ব্যবহারকারী ডিভাইস প্রায়শ নষ্ট থাকে। ফলে যাত্রীগণ কার্ডের মাধ্যমে টাকা পরিশোধ করতে পারেন না। এ বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, র‍্যাপিড পাস কার্ড ব্যবহারে Handy R/W ডিভাইস এর ত্রুটি পাওয়া মাত্র তা সংশোধন/পরিবর্তনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। (৩) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ১৯ জুলাই ২০১৮ তারিখ ডিটিসিএ এর সভা কক্ষে ডিটিসিএ, বিআরটিসি, জাইকা এবং ক্লিয়ারিং হাউজ প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে বিআরটিসি বাসে র‍্যাপিড পাস ব্যবহার সম্পর্কিত অনুষ্ঠিত সভায় বিআরটিসি থেকে জানানো হয় যে, নবীনগর-মতিঝিল রুটে বিআরটিসি'র বাসে Rapid Pass চালু করা সম্ভব হচ্ছে না।	(১) (ক) Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। (১) (খ) ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী শহরে বিআরটিসি ও উপযোগী অন্য গাড়ীতে র‍্যাপিড পাস চালুর বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) Rapid Pass কার্ড ব্যবহারকারী ডিভাইসে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে তা সচল করার ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে। (৩) নবীনগর-মতিঝিল রুটে বিআরটিসি'র বাসে Rapid Pass চালুর বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/প্রকল্প পরিচালক, র‍্যাপিড পাস
	গ. বিআরটিএ এবং ডিটিসিএ'র ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত : **বিআরটিএ:** চেয়ারম্যান, বিআটিএ জানান, বিআরটিএ'র জন্য নব নির্মিত ভবন উদ্বোধনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে তারিখ নির্ধারিত হলেই বিআরটিএ'র নব-নির্মিত ভবন উদ্বোধন করা হবে। **ডিটিসিএ :** নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ব্রেসিং লাগানো, পাইল হেড ব্রেকিং এবং মাটি কাঁটার কাজ ৯৮% সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ম্যাট ও পাইল ক্যাপের নিচে সি সি করা হচ্ছে এবং সেই সাথে পাইল ক্যাপের চতুর্দিকে ব্রিকের কাজ, প্লাষ্টার এবং মেমব্রেন লাগানোর কাজ চলছে। সার্বিক অগ্রগতি ১৬.০৯%। **সওজ অধিদপ্তর:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প: জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা সড়ক (এন-৪) ৪-লেন মহাসড়কে উন্নীতকরণ প্রকল্প এর অধীনে ১৯৫,৩৪,৫৬,০০০.০০ (একশত পঁচানব্বই কোটি চৌত্রিশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার) টাকা ব্যয়ে সওজ অধিদপ্তরের ভবন নির্মাণ কাজ চলমান। বাস্তব অগ্রগতি ৬৪%। আর্থিক অগ্রগতি ৪৯.৮০%। অবকাঠামোর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে ফিটিং এর কাজ চলমান আছে। নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হবে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি অনুযায়ী ভবন উদ্বোধনের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। ডিটিসিএ ভবন নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। সওজ অধিদপ্তরের ভবনের অসমাপ্ত কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) প্রধান প্রকৌশলী/ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং) প্রধান প্রকৌশলী,সওজ অধিদপ্তর

www.rthd.gov.bd // date: 2018-10-24

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ঘ. বেইলী ব্রীজ ধ্বসে পড়া: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান- (১) সারাদেশে সওজ অধিদপ্তরের ঝুঁকিপূর্ণ ব্রীজ/বেইলী ব্রীজ চিহ্নিতকরণ, ব্রীজের দুই প্রান্তে নির্দিষ্ট দূরত্বে সতর্কীকরণ /বিধিনিষেধ সংবলিত সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে মর্মে ৬৫টি সড়ক বিভাগ সওজ অধিদপ্তরকে অবহিত করেছেন। সড়ক বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে। (২) (ক) ওভার লোডের কারণে ধ্বসে পড়া/ক্ষতিগ্রস্থ ব্রীজের বিষয়ে দায়ের করা মামলা গুলোর মধ্যে হতে একটি মামলা বিস্তারিত বিষয় সভায় উপস্থানের লক্ষ্যে যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা) বারবর প্রেরণ করা হয়েছে। (২) (খ) উপযুক্ত প্রমাণাদিসহ যথাযথ নিয়মে মামলা দায়ের করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া, ওভার লোডেড গাড়ির কারণে ধ্বসে পড়া/ক্ষতিগ্রস্ত ব্রীজ সংক্রান্ত মামলার প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট এডভোকেট এর সাথে যোগাযোগ করে মামলার আরজি সম্পর্কে জেনে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। /	(১) ঝুঁকিপূর্ণ ব্রীজ/বেইলী ব্রীজ চিহ্নিত নির্দিষ্ট দূরত্বে সতর্কীকরণ/বিধিনিষেধ সংবলিত সাইনবোর্ডের ছবি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (২) (ক) ওভার লোডের কারণে ধসে পড়া/ক্ষতিগ্রস্থ ব্রীজের বিষয়ে দায়ের করা মামলাগুলোর মধ্যে একটি নথি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (২) (খ) উপযুক্ত প্রমাণাদিসহ যথাযথ নিয়মে মামলা দায়ের করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী সওজ/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন প্রধান প্রকৌশলী সওজ/অতিরিক্ত সচিব (আইন), যুগ্মসচিব (আই ও সংস্থা)/এস্টে ও আইন কর্মকর্তা (সকল
	ঙ. বিআরটিসি'র স্থাপনা ভাড়া, বাসের রাজস্ব অ-জমার হিসাব ও ক্যাশ ইন হ্যান্ড সংক্রান্ত: (১) (ক) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র বাসের চালক ও কন্ডাক্টর এবং দীর্ঘমেয়াদে লীজে প্রদানকৃত বিআরটিসি'র বাসের বকেয়া রাজস্ব আদায়ের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। বগুড়া বাস ডিপোর বকেয়া পাওনা ও বকেয়া আদায়ের প্রতিবেদনঃ / (২) বিভিন্ন ডিপোর অ-জমা/বকেয়া বিষয়ে গঠিত কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে বিআরটিসি'র সকল স্থাপনা বকেয়া ভাড়া আদায়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	(১) (ক) বিআরটিসি'র সকল ধরণের বকেয়া আদায়ে তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে। (২) প্রতিবেদনের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রেখে প্রতি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে অগ্রগতি প্রতেবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

স্থাপনার বিবরণ	দোকানের সংখ্যা	প্রতিমাসে আদায়যোগ্য ভাড়ার পরিমান	বকেয়ার পরিমাণ	মন্তব্য
১ম তলা মার্কেট পুরাতন	২৫৩টি	২,৫৫,০৯৯ টাকা	চলতি বকেয়া: ৬২,২৬৪ টাকা পূর্বের বকেয়া: ১,১৩,১৩২ টাকা মোট: ১,৭৫,৩৯৬ টাকা	বকেয়া ভাড়া আদায়ের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
২য় তলা মার্কেট (সেমিপাকা)	২৪৪টি	৫৯,০২৮ টাকা	৬,১৯,৬৫৬ টাকা	
৬ষ্ঠ তলা মার্কেট (নির্মাণাধীন)	৮১টি	৪৫,৫৩২ টাকা	৩,৯৯,৮৫২ টাকা	
সর্বমোট	৫৭৮টি	৩,৫৯,৬৫৯ টাকা	১১,৯৪,৯০৪ টাকা	

	চ. সড়ক/মহাসড়কের গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ ও এক্সেল লোড কন্ট্রোল সংক্রান্ত: (১) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক ২৩-০৯-২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকায় "বাংলাদেশ মান সম্মত সড়ক অবকাঠামো বিনির্মাণঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত সেমিনারে আ হ ম মুস্তফা কামাল, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এক্সেললোড কন্ট্রোল বিষয়ে শীঘ্রই একটি সেমিনারের আয়োজন করা হবে। (২) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, রোড সেফটি বিষয়ে কর্মশালা/সেমিনার এ মাসের শেষে আয়োজনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে।	(১) এক্সেললোড কন্ট্রোল বিষয়ে শিঘ্রই ওয়ার্কশপ/ সেমিনার আয়োজন করতে হবে। (২) অক্টোবর ২০১৮ সময়ের মধ্যে রোড সেফটি বিষয়ে ১টি কর্মশালা/সেমিনার/ আয়োজন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী সওজ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	ছ. সড়ক/মহাসড়কের Index তৈরি: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, সড়ক/মহাসড়কের Index তৈরীর লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, এইচডিএম সার্কেলের কার্যালয় হতে সড়ক/মহাসড়কের পরিচিতি, ইতিহাস এবং সর্বশেষ নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ/মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণের জন্য সকল সড়ক বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়। সড়ক বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি এন্ট্রির কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে এবং RHD web-site এ সংযুক্ত করা	(১) সড়ক/মহাসড়কের জন্য প্রস্তুতকৃত Index টি web-site-এ প্রতিনিয়ত আপডেট করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী সওজ/অতিরিক্ত সচিব/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট

www.rthd.gov.bd || date: 2018-10-24

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	হয়েছে। web-siteটি প্রতিনিয়ত আপডেট হচ্ছে। এটি চলমান প্রক্রিয়া বিধায় এজেন্ডা হতে বাদ দেয়া যেতে পারে মর্মে সভায় আলোচনা হয়।	(২) এটি চলমান প্রক্রিয়া বিধায় আগামী সভার এজেন্ডা হতে বাদ দিতে হবে।	
	জ. ডিও পত্রের অগ্রগতি: প্রধান প্রকৌশলী, মাননীয় মন্ত্রী, সংসদ সদস্য কর্তৃক প্রেরিত ডিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে অধিদপ্তরের গৃহীত কার্যক্রম বিষয়ে ১২/০৬/২০১৮ মাধ্যমে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে। গুরুত্ব সহকারে ডি.ও এর ওপর কাযক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে জনাব মোঃ জিকরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), সওজ, মনিটরিং সার্কেল, ঢাকাকে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে।	গুরুত্ব সহকারে ডি.ও এর ওপর কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
	ঞ. অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার মাসিক সমন্বয়র সভা সংক্রান্ত: অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা হতে মাসিক সভা ও মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন এবং সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া হওয়ায় এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দেয়া যেতে পারে।	(ক) অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/ সংস্থাকে নিয়মিতভাবে মাসিক সমন্বয় সভা নিয়মিত আয়োজন করতে হবে। (খ) এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)/ চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ বিআরটিস)
	ট. ওয়ার্কচার্জড কর্মচারি রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত: অতিরিক্ত সচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর) জানান- (১) সওজ অধিদপ্তরে কর্মরত ২৬৬৭ জন ওয়ার্কচার্জড কর্মচারিকে রাজস্ব খাতে সংস্থাপনে নিয়মিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান নিয়োগ বিধিমালায় বয়সসীমা শিথিল সংক্রান্ত বিশেষ বিধান সন্নিবেশ প্রস্তাবে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ/পরামর্শ পাওয়া গিয়েছে। প্রস্তাবটি ভেটিং এর জন্য ১০/০৯/২০১৮ তারিখে লেজিসেলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। অতঃপর লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে কতিপয় তথ্যাদি চাওয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। (২) সওজ অধিদপ্তরে কর্মরত যে সকল ওয়ার্কচার্জড কর্মচারি রাজস্বখাতে নিয়মিত হওয়ার লক্ষ্যে রীট মামলা করেছে তাদের বিষয়ে আদালতের রায় বাস্তবায়নের বিষয়ে আইন ও বিচার বিভাগের মতামত চাওয়া হয়। প্রাপ্ত মতামতের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। আদালতের রায় বাস্তবায়নে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) ওয়ার্কচার্জড কর্মচারিদের রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (২) আদালতের রায় বাস্তবায়নে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর)
	ঠ. সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy): যুগ্মপ্রধান সভাকে অবহিত করেন, সুনীল অর্থনীতি বিষয়ে এ বিভাগের ও দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের স্বচ্ছ ধারণা প্রদানের জন্য জনাব মাখজানুল ইসলাম তৌহিদ, সিনিয়র সহকারী প্রধান এবং বেগম ইসমত আরা, চীপ ট্রান্সপোর্ট ইকোনোমিস্ট, সওজ এর যৌথ ব্যবস্থাপনায় অক্টোবর ২০১৮ মাসে এ বিভাগের সভা কক্ষে একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হবে। সুনীল অর্থনীতি সম্পর্কে সার্বিক বিষয়ে এ বিভাগের যুগ্মপ্রধান এবং সওজ অধিদপ্তরের বেগম ইসমত আরা, চীপ ট্রান্সপোর্ট ইকোনোমিস্ট Focial Point কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করবেন মর্মে সভাপতি অবহিত করেন।	(ক) দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও এ বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy) এর ওপর দ্রুত একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করতে হবে। (খ) এ বিভাগের যুগ্মপ্রধান এবং সওজ অধিদপ্তরের বেগম ইসমত আরা, চীপ ট্রান্সপোর্ট ইকোনোমিস্ট সুনীল অর্থনীতি বিষয়ে Focial Point কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করবেন।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) যুগ্মপ্রধান/ মাখজানুল ইসলাম তৌহিদ, সিনিয়র সহকারী প্রধান/ বেগম ইসমত আরা, চীপ ট্রান্সপোর্ট ইকোনোমিস্ট
	ড. সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা: (১) **Annual Performance Agreement (APA) ২০১৭-২০১৮ :** উপসচিব (বাজেট) জানান- (ক) ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্য মাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ত্রৈ-মাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সফরওয়্যারে এ বিভাগের অর্জন প্রতিবেদন খসড়া আপলোড করা হয়েছে। তবে আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যে অংশের [২.৬] অব্যবহৃত/অকেজো যানবহান বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী নিষ্পত্তিকরণ, [২.৭], বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা ও [৩.২.১] মন্ত্রণালয় বিভাগের সকল তথ্য ও অনলাইন সেবা ৩৩৩ সহ তথ্য বাতায়নে সংযোজিত সূচকসমূহের বিষয়ে আপলোড সংক্রান্ত পদ্ধতিতে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় পূর্ণাঙ্গভাবে দাখিল সম্ভব হয়নি। এতদবিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। শিঘ্রই এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে সুস্পষ্ট সমাধান পাওয়া যাবে। APA এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমাদের কোন্ কোন্ বিষয়ে সমস্যা রয়েছে তা সুনির্দিষ্ট করে সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেয়ার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/উপসচিব (বাজেট)

www.rthd.gov.bd // date: 2018-10-24

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(খ) সওজ অধিদপ্তরের ২টি কর্মসম্পাদন সূচকের (ভূলতা ফ্লাই ওভার প্রকল্প ও বিআরটি প্রকল্প) লক্ষ্যমাত্রা সংশোধনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	(খ) ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পিছিয়ে থাকা সুনির্দিষ্ট বিষয়/এজেন্ডা নিয়ে সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করে সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে।	
	(২) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০১৮-২০১৯: উপসচিব (ডিটিসিএ ও ডিএমটিসি অধিশাখা) জানান, (ক) এ বিভাগের চলতি প্রান্তিকে এ বিভাগের NIS সংশ্লিষ্ট নৈতিকতা কমিটির সভা ৩০/০৯/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। নৈতিকতা কমিটির সভার মাধ্যমে এ বিভাগ ও অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থার ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের ১ প্রান্তিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮) কর্ম-পরিকল্পনাভুক্ত কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রার বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়। ১ম প্রান্তিকের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনাভুক্ত সকল কার্যক্রমের বাস্তবায়ন সন্তোষজনক। এ বিভাগের NIS কর্ম-পরিকল্পনার (২০১৮-১৯) ১ম প্রান্তিকের প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	(ক) চলতি অর্থবছরের NIS কর্ম-পরিকল্পনার (২০১৮-২০১৯) নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সংস্থা প্রধান, শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সংস্থা/দপ্তর প্রধান, সংশ্লিষ্ট উইং প্রধান, শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, শুদ্ধাচার ডেস্ক কর্মকর্তা
	(খ) ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে NIS কর্ম-পরিকল্পনাভুক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পিছিয়ে থাকা (দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ) নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা সওজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এক কোর্সে আসন সংখ্যা সীমিত হওয়ার ফলে অর্জন করা সম্ভব হয়নি। অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮ প্রান্তিকে বকেয়া লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।	(খ) ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে NIS কর্ম-পরিকল্পনাভুক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পিছিয়ে থাকা (দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ) নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	
	(৩) Grivance Redress System - GRS : (ক) ফোকাল পয়েন্ট (GRS) জানান, সেপ্টেম্বর ২০১৮ মাসে এ বিভাগের অনলাইনের মাধ্যমে ০৫টি অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। পূর্বের মাসের অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা ছিল ০১টি। মোট ৬টি অভিযোগের সবগুলোরই জবাব দেয়া হয়েছে। ০১টি অভিযোগ এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট না হওয়ায় স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হয়েছে। (খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ এবং চেয়ারম্যান, বিআরটিএ ও বিআরটিসি জানান, সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী GRS সংক্রান্ত প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা হতে প্রাপ্ত অভিযোগ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে দাখিল করা হয়েছে।	(ক) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। (খ) অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থাসমূহে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত থাকবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (আইন) ও GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
	(৪) Integrated Budget Accounting System (iBAS-2) : উপসচিব (বাজেট) জানান, **iBAS -2** সিস্টেম ব্যবহারের নিমিত্ত প্রকল্প পরিচালকদের প্রশিক্ষণ আয়োজনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত ও প্রশিক্ষক প্রেরণের অনুরোধ করে অর্থ বিভাগে ১০/১০/২০১৮ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া গেলে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হবে। অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে আগামী ২৫, ২৬ ও ২৭ অক্টোবর ২০১৮ বা সুবিধাজনক সময়ে সওজ এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বর্ণিত বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	iBAS -2 সিস্টেম ব্যবহারের নিমিত্ত প্রকল্প পরিচালকদের প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে আগামী ২৫, ২৬ ও ২৭ অক্টোবর ২০১৮ বা সুবিধাজনক সময়ে সওজ এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উক্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/বাজেট) ও সকল সংস্থা প্রধান প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/ উপসচিব (জিএফডিপি/ ডিএফডিপি/বাজেট)
	(৫) Public Sevrice Innovation: (ক) উপসচিব (অডিট) জানান, ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। উদ্ভাবনী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কর্মকর্তাদের Innovation আইডিয়া সৃষ্টির লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে গাজীপুর সড়ক বিভাগের রাজেন্দ্রপুর পরিদর্শন বাংলোতে এ বিভাগের ও দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি Innovation সংক্রান্ত Workshop অয়োজনের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	(ক) ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) Innovation আইডিয়া সৃষ্টির লক্ষ্যে এ বিভাগের ও দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (অডিট)

www.rhd.gov.bd/ 2018-10-24

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		Innovation সংক্রান্ত Workshop এর আয়োজন করতে হবে।	
	(৬) ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, আগস্ট'১৮ মাসে সওজ অধিদপ্তর ২৮টি, বিআরটিএ ৬২টি, বিআরটিসি ৩৬৮টি নথি নিষ্পন্ন করা হয়েছে। বিআরটিসি'র ই-ফাইল কার্যক্রম সন্তোষজনক হওয়ায় সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে ধন্যবাদ জানান। এছাড়া, যারা এখনও শুরু করেননি এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করেননি তাদেরকে এ বিষয়ে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণসহ উপস্থাপিত ই-নথির সংখ্যা উল্লেখপূর্বক দপ্তর/সংস্থা হতে তথ্য ছকে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	(৭) ৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা-২০১৮: ৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা-২০১৮ সফলভাবে সম্পন্ন করায় সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যাবাদ জ্ঞাপন করেন। এছাড়া, জেলা পর্যায়ে যে সকল দপ্তর/সংস্থা ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করেছে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে তাদেরকে অভিন্দন পত্র দেয়া হবে মর্মে সভায় আলোচনা হয়। এ বিষয়ে তালিকা প্রস্তুতের জন্য অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)-কে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা-২০১৮ এ ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জনকারী দপ্তর/সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার তালিকা প্রস্তুতপর্বক অভিন্দনপত্র প্রদান করতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ সংস্থা প্রধান/ মনিটরিং টীম প্রধান (সকল)/জোন প্রধান (সকল)
	(৮) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কতৃক আয়োজিত সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কতৃক আয়োজিত সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপে এ বিভাগ হতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে সভার আলোচনা ও পরামর্শ বিষয়ে কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট শাখাকে অবহিত করেন না। ফলে অনেক সময় সভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয় না। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কতৃক আয়োজিত সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ শেষে একটি প্রতিবেদন সচিব বরাবর দাখিল করার বিষয়ে সভাপতি সকল কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত সভা/সেমিনার/ ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ শেষে একটি প্রতিবেদন সচিব বরাবর দাখিল করতে হবে।	এবিভাগের সকল কর্মকর্তা

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আন্তরিক হতে অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২৩/১০/২০১৮
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব

www.rhd.gov.bd || date: 2018-10-24